দৈনিক বাংলা

তারিখ 2 1 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

২৬

23

মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি

পরীক্ষার ভাল ফল করা সর্বকালেই গৌরবের। আনন্দের। এ গৌরব, এ আনন্দ উৎসাহ যোগায়। অনুপ্রেরণা দেয় ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনে। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর পর্যন্ত এটাই সত্য। এ গৌরব বা আনন্দের সাথে নগদ কোন প্রাপ্তির প্রশ্নটি এককালে প্রাপ্তির প্রশ্নে সাদা কাগজে, মুদ্রিত বা লিখিত কয়েকটি বাক্য ছিল চরম এবং পরম পাওয়ার স্বাক্ষর।

কালক্রমে এ চাওয়া এবং পাওয়ার চিত্র পাল্টেছে। পরীক্ষায় ভাল করার সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু নগদ প্রাপ্তির সুযোগ। এ নগদ প্রাপ্তি বিশেষ করে অনেক নিঃসহায় দরিদ্র ছাত্রদের জীবনে হয়ে দাঁড়িয়েছে পরম সহায়কশক্তি। অনেক ছাত্রকেই আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন পর্যন্ত এই বৃত্তির টাকায় পড়াশুনা চালাতে হয়।

তবে বৃত্তির টাকা তেমন বৃদ্ধি পায়নি। দেশের মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে কোনকালেই বৃত্তির অনুপাত রক্ষিত হয়নি। আর স্বাভাবিক কারণেই এ নিয়ে হৈচৈ করা সম্ভব হয়নি শোভনতার সীমা লংঘন করে বলে। কারণ পুরস্কারের পরিমাণ বা অংক দাতারাই নির্ধারণ করার কথা, গ্রহীতা নয়। পুরস্কার দাবীর ফসল নয়, দান।

তবে এর পরেও কথা থাকে। কথা থাকে আশাহত হলে বা সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা না হলে। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে। ১৯৯১ সালের পর ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফলও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় এক থেকে বিশতম স্থান দখলকারীদের নিয়ে অনুষ্ঠানও হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে টেলিভিশনে। কিন্তু ১৯৯১ সালে উত্তীর্ণ এসএসসি পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে নাকি কোন উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না।

এ সম্পর্কে পত্রিকান্তরের খবরটি সঠিক হলে খানিকটা হলেও বিস্মিত হওয়ার কারণ ঘটে। পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রদের জন্য কোন পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। তাদের নিয়মিত বৃত্তি প্রদানের কাজটিও নাকি করা হয়নি। এক বছর পরেও কেউ বৃত্তির টাকা পায়নি।

খবরটি এসেছে সহায়হীন দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষ থেকে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বৃত্তির টাকার ভরসায়ই তারা অনেকে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাদের উচ্চশিক্ষা একান্তই এই বৃত্তিনির্ভর। বৃত্তি সম্পর্কে কোন খোঁজ- খবর না থাকায় তারা বিপাকে পড়েছে। তারা আবেদন জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।

এ ধরনের খবর পত্রিকায় আসা খুব একটা স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক নিয়মেই বৃত্তি মঞ্জুর এবং বৃত্তির টাকা বন্টন করা হয়। এই স্বাভাবিক নিয়মটিই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করলে এ ধরনের ঝামেলা দেখা দেয় না। ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির প্রশ্নটি এ পটভূমিতে জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করা যায় নাকি?